# পুরভোট নিয়ে বৈঠক করলেন অরূপ বিশ্বাস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** পুরভোটের আগে শাসকদলকে 'অক্সিজেন' জোগাতে রবিবাসরীয়তে দুর্গাপুরে রাজ্যের ক্রীড়া, যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বর্ধমান জেলার তৃণমূলের পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস এলেন দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে ২টি বিধানসভা আসন যে দুটি আসনেই গত বিধানসভা আসনে পরাজয় হয়েছিল শাসকদলের। সেই দুটি আসনের মধ্যেই পড়ে দুর্গাপুর পুরসভার ৪৩টি ওয়ার্ড। আর এবার তাই তৃণমূলের পাখির চোখ দুর্গাপুর পুরসভায় ফের তৃণমূলের বোর্ড গঠন। ইতিমধ্যেই একটি আসনে দুর্গাপুরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী মধুসূদন মন্ডল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। বাকি ৪২টি আসনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে তাই রবিবার দুর্গাপুরের সিটিসেন্টারে একটি অতিথিশালায় প্রার্থী, তাদের এজেন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের যারা জেলা কমিটির সদস্য তাদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই বৈঠকে আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বিধায়ক তাপস ব্যানার্জী, সুভাষ মন্ডল, আলোক মাঝি, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়রা অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ওয়ার্ডের পর্যবেক্ষক তারাও উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর পুরভোটে জয়ের জন্য তৃণমূল যে সর্বশক্তি দিয়ে আসরে নেমেছে তা কিন্তু ওয়ার্ড ভাগ করে পর্যবেক্ষকদের নামের তালিকাতেই স্পষ্ট। দলীয় সূত্রে জানা গেছে যে, এই বৈঠকে এই কয়েকদিনে প্রচারে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, প্রার্থীরা গণসংযোগাদের দরজায় কতবার করে গেছেন, কোন কোন ওয়ার্ডে কি অবস্থায় রয়েছে শাসকদল এবং বিরোধীরা তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার স্বার্থেই অরূপ বিশ্বাসের রবিবারের বৈঠক। কিন্তু দুর্গাপুরে জল্পনা এই বৈঠকে কি আসবেন এবার তৃণমূলের হয়ে প্রকাশ্যে প্রচারে ব্রাত্য কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল? জল্পনা আরও যে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর সিটিসেন্টারের 'সৃজনী' প্রেক্ষাগৃহে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণের বৈঠকে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী তথা তৎকালীন দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র অপূর্ব মুখার্জীকে জেলা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কিছু কড়া কথা বলে যাওয়ার পরে আর দুর্গাপুরে অরূপ বিশ্বাসের কোনো কর্মসূচিতে অপূর্ব মুখার্জীকে যায়নি। এই নিয়ে অরূপ বিশ্বাস এবং অপূর্ব মুখার্জীকে প্রশ্ন করা হলেও তারা কিন্তু বারেবারেই এড়িয়ে গেছেন। তাই নির্বাচনের আগে কি আবার অরূপ বিশ্বাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, অপূর্ব মুখার্জী সব মিলে মিশে একাকার হবেন দলীয় স্বার্থে নাকি দক্ষিণপন্থীদের শুঙ্খলার অভাব এই বৈঠকেও দেখা যাবে? এমন প্রশ্ন শিল্পাঞ্চলে শাসকশিবিরে।

# নির্দলদের নেতার আত্মগোপন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** তাকে আদৌ আর প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। শুধুই প্রচারে দেখা পাওয়া নয় তার দেখাই পাচ্ছে না কেউ। নিন্দুকেরা বলছেন তিনি আত্মগোপন করে আছেন। ৩৬ থেকে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থীরা বাস্তবে এখন অভিভাবকহীন। শাসকদলের প্রচার থেকে কর্মীসভা চলছে জোরদার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তাকে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই স্ত্রীকে দিয়ে মনোনয়নপত্র তোলা করিয়ে ৩৮ নং ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দী বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিলেন দুর্গাপুরে। আসানসোলের নেতাদের পায়ের ফুটবল হতে পারবেন না বলে আসানসোলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপুরের কণ্ঠ হয়েছিলেন তিনি। অনেক বিদ্রোহী তার পিছন পিছন পথে নেমেছিলেন। সময় আর পরিস্থিতি বুঝে দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে গিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। কিন্তু রয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হ্যাঁ তিনি ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দী। তাকে আর তার অনুগামী নির্দল প্রার্থীদের আর প্রচারে দেখা যাচ্ছে না একবারের জন্যও। দুর্গাপুরের বুকে অরবিন্দ নন্দী প্রথম তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামেন। টিকিট না পাওয়ায় তিনি তার স্ত্রীকে নির্দল হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেন। আবার বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অভিযোগ তোলেন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এনে পুলিশি সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন তাকে তিনটি থানা থেকে ডাকা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বলে। এরপর আর দুর্গাপুর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলারকে দুর্গাপুরে প্রকাশ্যে দেখা যায় নি। বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দীকে ফোন করলে তার ফোন সুইচ অফ বলা হচ্ছে। বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলারের অতি ঘনিষ্ঠ কর্মীরা হতাশ গলায় বলছেন তারা প্রচারে নামেন নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তার এক অনুগামী বলেন, দাদা এবার অঙ্ক কষতে ভুল করেছিল। যাদের দাদা (অরবিন্দ নন্দী) বিশ্বাস করেছিল তারা সরে দাঁড়ানোয় দাদা বিপাকে পড়েছেন। তবে ৩৬ থেকে ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। বাকিরা রয়ে গিয়েছেন ভোট যুদ্ধে। নির্দলদের প্রচার সেভাবে না হলেও বিদ্রোহী বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দী এখনও শাসকদলের গলার কাঁটা হয়ে রয়েছেন। ভোটের ফল বলবে প্রচারে না থেকেও নির্দলরা কতটা ভোট কেটে দলের যাত্রা ভঙ্গ করতে পারবে। তবে তৃণমূলের অরসা কংগ্রেস বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল এবার তৃণমূলের প্রচারে পথে নেমেছেন। তৃণমূলের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, মানুষ তাদের সাথে আছেন তারা বাকিদের নিয়ে চিন্তা করেন না।

# দুর্গাপুর জুড়ে দুর্ঘটনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** দুর্গাপুরে শনিবার রাতে দুটি দুর্ঘটনার পরে রবিবার ফের দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় ৫ জন আহত। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। কাঁকসা থানা এলাকার ২ নম্বর জাতীয় সড়কের নিচের বোলপুর থেকে দুর্গাপুরগামী যে আন্ডারপাস রাস্তা সেই রাস্তায় হঠাৎ একটি স্কুটির সাথে একটি ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্কুটিতে থাকা দুই আরোহী মারাত্মক জখম হয়। তাদের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের তড়িঘড়ি কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহতদের ২ জনের অবস্থায় খুব আশঙ্কাজনক। ওই ট্রেলারটি ফেলে পালায় চালক। কাঁকসা থানার পুলিশ ওই ট্রেলারটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে ওই আন্ডারপাসে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করবার দাবি তোলের স্থানীয়রা। কারণ আন্ডার পাসে দুদিকের গাড়ি চালকরা কেউ কাউকে দেখতে পাইনা। এছাড়াও শনিবার রাতে দুর্গাপুরের তামালাতে দুর্ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু কাল রাতেই ঘটনাস্থলে হয়। দুর্গাপুর থানা এলাকার তামালা এলাকার বাসিন্দা বাবু সর্দার (২৫) এর মৃত্যুর সাথে সাথে তার বাইকে থাকা বিশ্বরূপ পাত্র (৩০) শনিবার রাতে গুরুতর আহত হন। তাকে ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ বিশ্বরূপ পাত্রের মৃত্যু হয়। ঘাতক ডাম্পারটি শনিবার রাতে এই দুজনকে পিষে দিয়ে চলে যায়। বিশ্বরূপের মৃত্যু সংবাদ তামালা বস্তিতে আসা মাত্রই বস্তির লোকেরা গান্ধীমোড় থেকে এএসপি কারখানা যাওয়ার রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তা অবরোধ না করলেও বিভিন্ন কারখানা যাওয়ার রাস্তায় নেমে আসেন। রাস্তা অবরোধ না করলেও বিভিন্ন কারখানা থেকে ওই রাস্তা দিয়ে আগত সব ট্রেলর, ডাম্পার দাঁড় করিয়ে দেন ক্ষিপ্ত জনতা। উত্তেজিত জনতার দাবি, মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। উত্তেজিত জনতাকে প্রায় এক ঘন্টা পরেও বোঝাতে পারেনি পুলিশ। বাবু সর্দার এবং বিশ্বরূপ পাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অন্যদিকে রবিবার সকালেই ২ নম্বর জাতীয় সড়কের চুরুরিয়াতে একই রাস্তায় পরপর ৩টি গাড়ি সংঘর্ষের জেরে ৩ জন মারাত্মক আহত হন। রবিবার বৃষ্টিভেজা জাতীয় সড়কে দুর্গাপুর থেকে আসানসোলগামী লেনে প্রথমে একটি বাইকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি মারুতি গাড়ি, সেই মারুতিকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার রেলিং-এ ধাক্কা মারে একটি ছোট ট্রেলর। এই ঘটনায় ওই বাইকে থাকা দুজন এবং মারুতির চালক আহত হন। দুর্গাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় আহতদের নিয়ে যায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহনগুলো পড়ে থাকার কারণে যানজটের সৃষ্টি হয় পরে পুলিশ গিয়ে রাস্তা থেকে তা নিয়ে আসে থানায়। সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ-এর এত প্রচারের পরেও যে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেনি শনিবার ও রবিবার তা কিন্তু দুর্গাপুরে ফের প্রমাণিত।

# গোষ্ঠীকোন্দলে খুন, থমথমে এলাকা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** এখনও থমথমে বর্ধমানের তালিত। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এখানে ঘটে যাওয়া খুনের ঘটনায় দুই গোষ্ঠীর কোনল তুঙ্গে। প্রকাশ্যে না হলেও ঘটনায় তিতিবিরক্ত বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে বর্ধমান পুলিশ গ্রেফতার করল ৯ জনকে। ধৃতদের শনিবার বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা হল সাদ্দাম হোসেন, সেখ রহমত, রাম হাঁসদা ও সেখ চাঁদ। এছাড়া আরো বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। যদিও ঘটনার পর থেকেই এলাকা থমথমে। মৃলত তালিতের গুডসশেডে যেহেতু রেলের মাল গাড়ির রেক নামানো ওত্যানো করা হয়, তাই এই এলাকা দখল করাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আশান্তি লেগেই আছে। মাঝে মধ্যেই এখানে মারামারি বেঁধে যায় নিজেদের মধ্যে। পুলিশ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে তখনকার মতো ধামাচা মিটে যায় ঠিকই কিন্তু তার জের থেকে যায়। সে রকমই কোনো একটা ঘটনার শিকার হয়েছে আলমগীর বলে মনে করেন তাঁর আত্মীয়-পরিজনেরা। প্রসঙ্গত শুক্রবার বর্ধমান শহরের জাতিলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে প্রকাশ দিনের বেলায় আলমগীর সেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নাম জড়ায় তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠীর। তাঁর বাড়ি বর্ধমান থানার শিবপুর দিঘিরপাড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন সকালে তালিতে রেলের গুডসশেডে কাজ করার সময় আলমগীর ও তাঁর সহকর্মীজের হঠাৎ করে অন্য গোষ্ঠী দুষ্কৃতি লাঠি, রড ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়া করে। অতর্কিতে হামলা করতে আসায় যে দিকে পেরেছে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। এর মধ্যে আলমগীরকে তালিতের মাঠের মধ্যে ধরে ফেলে বেধড়ক মারধর করে দুষ্কৃতিরা। মারের চোটে আলমগীর অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাঁকে ফেলে পালিয়ে যায় অন্য গোষ্ঠী। তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হলে, পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই খুনের অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্তে নেমে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

রায়না ২ ব্লকের মাধবডিহিতে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং বাঁকুড়া জেলা ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন কমিটির সদস্য অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত প্রমুখরা। নিজস্ব চিত্র

# আবার আকাশের মুখ ভার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ** একসপ্তাহ টানা বৃষ্টিতে গত শুক্রবার পর্যন্ত দামোদরে রেকর্ড পরিমাণ জল ছাড়ার পরে দুর্গাপুরের দামোদর তীরবর্তী অন্ডালের শ্রীরামপুর, কুটিরডাঙ্গা, মদনপুর গ্রামের কয়েকশো পরিবার ঘর ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন। এখানে ঘর ফেরেনি দামোদরের বুকে স্বাধীনতার পর থেকে বসবাসকারী মানার বাসিন্দারা। হঠাৎ রবিবার সকাল থেকে আবার আকাশ ঢেকেছে কালো মেঘে আবার একনাগাড়ে বৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবেই তাই মাত্র কয়েকদিন আগেই ঘরপোড়া গরুর মত এই দুর্গত মানুষগুলো এই সিঁদুরে মেঘ দেখে আতঙ্কিত। আবার কি নিম্নচাপ? রবিবাসরীয় সকালে আতঙ্কিতদের মুখে মুখে এই প্রশ্ন। একসপ্তাহ টানা বৃষ্টির পরে ডিভিসির পক্ষ থেকে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে এবারের বর্ষায় জল ছাড়ার পরিমাণ রেকর্ড তৈরী করেছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ আড়াই লক্ষ কিউসেকের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে যায়। দামোদরের নিম্নঅববাহিকা বলে পরিচিত দুর্গা বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং বাঁকুড়া জেলার বহু ব্লক জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর সাথে সাথে দামোদরের তীরবর্তী অন্ডাল থানা এলাকার শ্রীরামপুর, কুটিরডাঙ্গা, মদনপুর গ্রামে দামোদরের কূল ছাপিয়ে জল গ্রামে ঢুকে যায় আর দামোদরের বুকে বালির চরে দীর্ঘকাল ধরে থাকা মানার বাসিন্দারাও ঘর ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেই। গত শুক্রবার থেকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু হয়। মেঘ কাটে, বৃষ্টি থামে। এইসব এলাকাগুলির জল নামতে শুরু হয়। শনিবার কেউ কেউ ঘরেও ফেরে। কিন্তু রবিবার সকাল থেকেই ফের বৃষ্টি। রবিবার কাকভোরে থেকে এই কালো মেঘ আর বৃষ্টি দেখে ফের আতঙ্কিতরা। এবারো কি নিম্নচাপ? কতদিন ধরে বৃষ্টি? কৃষিজমি জলে তলায়, ঘরের ভেতরে জল ঢুকে যা ক্ষতি হওয়ার হয়েছে তাহলে কি আবার বান আসবে? আতঙ্কিতদের চোখে মুখে আবার সেই ভয়ার্ত প্রশ্ন। কিন্তু এদের উত্তর কে দেবেন। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় কিন্তু আমরা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার কাছে আজও পরাভূত।

# বন্যার সময়ই চলে তরজা ঃ আবার আসে বন্যা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ** বর্ষা আসে। ঝাড়খন্ড জল ছাড়ে তেনুঘাট থেকে। বন্যায় ভাসে রাজ্যের একাংশ। মধ্যিখানে ডিভিসি। তরজা শুরু হয় রাজ্য-কেন্দ্র। গ্রাম-ঘর-মাঠ-মানুষ ডোবে জলে। বর্ষা শেষ। তরজা শেষ। মাঝে মাঝে বছরের মাঝে চলে চিঠি চালাচালি রাজ্য-কেন্দ্রতে। এভাবেই কেটে যায় ফি বছর। জলকাহিনী ফিরে আসে বছরের পর বছর। এবারে নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে ঝাড়খন্ডে। ঝাড়খন্ড জল ছেড়েছে তেনুঘাট থেকে। তেনুঘাটের জলে ভেসেছে বাংলার বেশ কয়েকটি জেলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবার বুঝেছেন শুধু ডিভিসির উপর দায় চাপালে চলবে না। তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়খন্ড সরকারকে চেপে ধরেছেন। রাজ্যের যুক্তি তেনুঘাটের জল বর্ষা শুরুর আগেই কেন একটু একটু করে ছাড়া হল না। ডিভিসি বারবার বলেছে ঝাড়খন্ডে ব্যাপক পরিমানে বৃষ্টি হলে জল ছাড়তে হবেই জলাধার থেকে। জল না ছাড়লে জলাধারের চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। আর তাতে বিপদ ভয়ঙ্কর হবে। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু ডিভিসির যুক্তিকেই মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু তাহলে এখন উপায়? বন্যা নিয়ন্ত্রণে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, বলপাহাড়িতে ডিভিসির নতুন জলাধার তৈরি। দ্বিতীয়ত,

ব্যারেজের আপ স্টিমে নয় কিলোমিটারের পলি তোলা। তৃতীয়ত, দামোদের সেচ খালগুলির সংস্কার এবং নতুন সেচ খাল নির্মাণ। তরজা চলে কেন্দ্র রাজ্যের জল ছাড়া নিয়ে। কিন্তু জল ছাড়ার ক্ষমতা কার হাতে? তেনুঘাটে জল ছাড়ার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ঝাড়খন্ড রাজ্যের হাতে। মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার নিয়ন্ত্রণ করে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন। তবে ঝাড়খন্ড, বাংলা এবং ডিভিসির প্রযুক্তিবিদরা প্রতিনিধি হিসাবে দেখভাল করেন। ডিভিসির বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় তৎকালীন ডিভিসির চেয়ারম্যান অসীম বর্মণ ঝাড়খন্ডের বলপাহাড়িতে পঞ্চম বাঁধ দেওয়ার অনুমতি আদায় করেন সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের কাছে ২০০৫-০৬ সালে। ঝাড়খন্ড সরকার জমি দেবার সিদ্ধান্ত নেয় বেশ কয়েক বছর পরে। ডিভিসি এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সবুজ সংকেত পাওয়ার জন্য ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়। ডিভিসি সূত্রে খবর সেই অনুমতি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। দামোদরের পলি তোলা নাকি পঞ্চম বাঁধ তৈরি তা নিয়ে বিতর্ক চলছে সেই বাম জমানা থেকেই। তবে রাজ্যের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন (২০০৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর) দুর্গাপুরে বলেন, দামোদরের ভয়াবহ বন্যা রোধে রাজ্য সরকার নতুন পরিকল্পনা করেছে। তিনি জানান, খড়গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। তিনি আরও জানান, দামোদরে পলি তোলার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। তবে তারপরেও বাম এবং তৃণমূল জমানার সাংসদরা সংসদে দামোদর থেকে পলি তোলার বিতর্ক বারবার তুলেছেন। তারা বারবার পলি তোলার দাবি জানান। ইউ পি এ আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরিশ রাওয়াত বলেন, কেন্দ্র সরকার আর দামোদরের পলি তুলবে না। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় দামোদরের বন্যা রোধ সম্ভব নয়। রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে বলেছেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে ২৭৬৮ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। খাল সংস্কার এবং নতুন খাল তৈরি করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ডিভিসি ঠান্ডাঘরে বসে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করে দামোদরের মৃত্যু ঘটিয়ে ছেড়েছে। ঝাড়খন্ডে চারটি এবং দুর্গাপুরে একটি জলাধার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু দিন প্রতিদিন জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। দামোদর চলার গতি হারিয়ে ফেলেছে। দামোদরের বুকে চরা পড়েছে। বসতি গড়ে উঠেছে। অবৈধ বালিঘাট হয়েছে। ডিভিসি আদিম পদ্ধতিতে জলধরার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পলি জমে জলধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে জলাধার। দামোদরের চরায় হয়ত পার্কের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে পর্যটন। কিন্তু দামোদর কি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না। নদী বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন উত্তরাখন্ডের মতো মেঘ ভাঙা বৃষ্টি কিম্বা হরকা বান দামোদরের নিম্ন উপত্যকা তলিয়ে যেতে পারে।

# ধানচারা দেবে বর্ধমান প্রশাসন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ** বর্ষায় ধানগাছের চারা রোপনের সময় রাজ্য জুড়ে প্রবল বন্যার জেরে চাষিরা চাষ সেইভাবে শুরুই করতে পারল না। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় বর্ষার চাষের চারাবীজ আজ জলের নিচে। এমনও অবস্থা আর কোনোভাবেই নতুন করে বীজের তলা ফেলে ধান রোয়া সম্ভব নয়। এমত অবস্থায় বর্ধমান জেলা প্রশাসন ধানচাষীদের পাশে দাঁড়াতে ধান গাছের চারা দেওয়ার বার্তা দিলেন। বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছে রায়না, মাধবডিহি, জামালপুর এলাকার গ্রামগুলি। গ্রামে ভরসা বলতে শুধুমাত্র নৌকা। পরিস্থিতি এমনই যে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষজনকে বিপজ্জনকভাবে নৌকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাই দ্রুত রাস্তা মেরামতের কথা বলছেন গ্রামবাসীরা। এদিকে, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য জরুরী পরিষেবার দপ্তরগুলিকে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করল জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের সভাকক্ষে এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তর, জনস্বাস্থ্য দপ্তর, পূর্তবিভাগ, কৃষি, সেচ ও প্রাণী সম্পদ বিভাগের আধিকারিকদের নানা ধরনের নির্দেশ দিলেন জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব। দামোদরে জল ছাড়ার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ায় পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ নম্বর ও জামালপুর ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশঃ স্বাভাবিক হচ্ছে। রায়নার গোতানের পাকা রাস্তা কার্লভাট-সহ দুজায়গায় বন্যার জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়ায় কোটশিমুল, আতাপুর ও হোদলপুর গ্রামগুলির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ওই সব গ্রামের মানুষজন বিপজ্জনকভাবে নৌকায় যাতায়াত শুরু করেছেন। বড়বৈনানের পাকা রাস্তাও ভেঙে গিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। রায়নার বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই জানান, গোতানের রাস্তায় দু জায়গায় ২০ ও ১২ ফুটের মতো ভেঙে গেছে জলের আঘাতে। বড়বৈনানে ভেঙেছে ১০ ফুটের মতো। এই তিন জায়গায় জল নামতেই রাস্তা মেরামতের জন্য জেলাপ্রশাসনকে বলা হয়েছে। এদিনও মোট ১৫টি ত্রাণ শিবিরে আমরা খাবার পাঠিয়েছি। বৈঠক শেষে জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বন্যার জল নামতেই জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাই সেখানে দ্রুত মেডিক্যাল টিম পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের আমনের চারা গাছ দেওয়া হবে। জেলায় মোট ৩১টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ৭৫০০ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২১টি মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের শুকনো খাবার, জলের পাউচ, ব্রিপল ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে।

**Triguna National Computer Literacy program**
Computer Training and online mock Test
List of Exam :
1) WB-GROUP-D 2) WB-TET 3) RBI-Assistant Exam (PRELI) 4) WB-SLST (History) 6) RRB-Railway requirement 7) SSC 8) Banking Service 9) Class IX to XII online Mock test (all Subject)
**National Computer Shaksharta Mission**
Approved By :-Education Council of India
এখন বেঙ্গাই এ
COURSE OFFERED :-BASIC, D.F.A, D.C.A, D.T.P, A.D.C.A, D.S.D
Junior IT and many more.
যোগাযোগ :- বেঙ্গাই শরৎ বিদ্যাপীঠ
PH :- 9609088540/9800572836